B.A 4th Semester: Paper: X Hons S. Biswas P-1

Q1 Discuss the Partition of Bengal. Do you think Carzon was responsible for this?(বঙ্গভঙ্গের আলোচনা কর। তুমি কি মনে কর এর পেছনে কার্জনের দায়িত্ব করখানি?)

Ans:-সাধারনের কাছে কার্জনের যে ব্যবস্থাটি সবচেয়ে অপ্রিয় হয়েছিল সেটি হল বঙ্গভঙ্গ। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এটি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তুলেছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে স্বপক্ষীয় জোর দিতে চেয়েছিলেন, প্রশাসনিক সুবিধার উপর। আর সমসাময়িক ও পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ তুলেছিলেন ইচ্ছাকৃত 'ভেদ ও শাসনের' **(Devide and rule)**। যাইহোক বঙ্গভঙ্গের সমস্ত দোষের বোঝা কার্জনের ঘাড়ে চাপানো ইতিহাস সিদ্ধ নয়। কারণ তার শাসনকালের বহু পূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর ন্যাস্ত হয়। এতবড় একটি প্রদেশের শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারত ছিল এর অন্তর্গত। এই বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করা মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না।

সাম্প্রতিককালে গবেষনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯০৩ অবধি সরকারি মহলে এ ব্যাপারে প্রশাসনিক বিবেচনাই ছিল সর্বপ্রধান। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন বিভিন্ন সময়ে বহু লোককে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। তাই ১৮৬০ এর দশকে এর আকার কমানোর জন্য বিক্ষিপ্ত প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৬৬ উড়িষ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। তখন এই সমস্যা বিশেষভাবে উদ্ভুত হয়। এই সময় স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোর্ড যে বিশাল প্রদেশের আয়তন সঙ্কুচিত করার প্রস্তাব দেন, বড়লার্ট জন লরেন্সের মনপুত না হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকর করা যায়নি।

১৮৭১-৭২ এ এদেশের প্রথম আদমসুমারীতে দেখা গেলো বাংলার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৭ মিলিয়ন। এই বিশাল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক সমস্যার প্রশ্নটি আরও বড় হয়ে দেখা দিয়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতে ছোটলাট ক্যাম্পবেল প্রস্তাব দিলেন ২০ মিলিয়ন হিন্দীভাষী লোককে বাংলা থেকে পৃথক করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। বরং তার বদলে ১৮৭৪-এ মাত্র ২ মিলিয়ন জনসংখ্যার আসামকে বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

বলাইবাহুল্য আসামের ব্যবচ্ছেদ প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান তো হলোই না বরং নতুন সমস্যা সৃষ্টি করল। কারণ কোন উচ্চকাঙ্খী বা অভিজ্ঞ সিভিলিয়ন এই নতুন তৈরী ক্ষুদ্র প্রদেশে যেতে রাজী হলেন না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামের চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বলে সমগ্র বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসামের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রবল গণবিক্ষোভে এই প্রস্তাব বাতিল হয়। 18.06.2021

এরপর কার্জন ভাইসরয় হয়ে এলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন যখন আসাম সফরে যান তখন সেখানের চা বাগানের মালিকেরা তাদের পরিবহন খরচ কমানোর জন্য কলকাতা বন্দরের বিকল্প হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের দাবী তোলেন। ১৯০২ সালে নিজামের কাছ থেকে বেরার পাওয়ার পর আবার সীমান্ত বিন্যাসের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে কার্জন শুধু বাংলার নয় আসাম সেন্ট্রাল প্রভিন্স **(C. P.)** ও মাদ্রাজের সীমান্ত রেখার পুনবিন্যাসের কথা ভাবেন।

নানা প্রস্তাবের পর ১৯০৩-এ বাংলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফেজার একটি প্রস্তাব দেন, যাতে বলা হয় চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ময়মনসিংহ জেলাগুলিকে আসামের সাথে যুক্ত করা হোক। ছোটনাগপুরকে যুক্ত করা হোক ট্র. ত্ম.-এর সাথে। বাংলাকে দেওয়া হোক মাদ্রাজ থেকে গঞ্জাম, মধ্যপ্রদেশ থেকে সম্বলপুর। বলা হয় এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বাংলার জনসংখ্যা ৭৮.৪ মিলিয়ন থেকে কমে দাঁড়াবে ৬৭.৫ মিলিয়ন এই প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয় এবং ১৯০৩-এর ৩রা ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র সচীব রিজলের নামে 'রিজলে নোট' হিসাবে প্রকাশিত হয়।

যাইহোক কংগ্রেস তথা বাংলার মানুষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯০৫ এর ৯ই জুন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ভারতসচীবের অনুমোদন লাভ করে এবং ৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, বিহার, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ ও আসাম এই নতুন প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর **'The extremist challenge'**ও অধ্যাপক সুমিত সরকার তার **'Modern India'**-এ দেখিয়েছেন যে ১৯০৩ পর্যন্ত প্রশাসনিক প্রশ্নই ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এর পর থেকে ১৯০৫ এর অক্টোবরে এটি কার্যকর হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি প্রধান কারণ রূপে বিবেচ্য হয়েছিল। এর অসংখ্য প্রমান ছড়িয়ে আছে। রিজলে, কার্জন, মিন্টো প্রমুখের বক্তব্য, চিঠিপত্র ও তাদের কার্যকলাপে। ১৯০৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমনকালে কার্জন যুক্তি দেখালেন বাংলা ভাগ হলে ঢাকা হবে নতুন মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশের (১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ১২ লক্ষ হিন্দু) রাজধানী। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলীমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন। এই সুযোগ পুরানো মুসলীম শাসক ও নবাবদের আমল শেষ হবার পর তারা নাকি আর পাননি। কার্জন বললেন এর ফলে মুসলমানরা "ভালো আচরণ" পাবেন। আর পূর্ব বাংলার জেলাগুলি কলকাতার অতীব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এছাড়াও বাঙালীদের দুই প্রশাসনিক অধীনে এনে তাদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্য তো ছিলই সেই সঙ্গেই ছিল খোদ বাংলাতেই বাঙালীদের সংখ্যা লঘুতে পরিণত করার মতলবও। কারণ নতুন প্রস্তাবের মূল বাংলায় বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে ১ কোটি ৭০ লক্ষ হতো সেখানে উড়িষ্যা ও হিন্দীভাষী লোকের সংখ্যা দাঁড়াতো ৩ কোটি ৭০ লক্ষ। এমনকি ধর্মীয় ভিত্তিতে বাঙালীদের বিভক্ত করাও ছিল বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই যে, একমাত্র প্রশাসনিক কারনেই যদি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হতো তাহলে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করা যেতো। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারাও একথা বলেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি কারণ রিজলের মনপুত হয়নি।

Scanned by CamScanner

P-2

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল সে কথা পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টো স্বীকার করেছিলেন। ১৯০৬ ফেব্রুয়ারীতে মর্লেকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন, "From a political point of view along putting aside the administrative difficulties of the old province, I believe partition to have been very necessary."

যাইহোক উপরের আলোচনা থেকে ইহা পরিস্কার যে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত দায়িত্ব কার্জনের উপর বর্তালেও তিনি এর জনক ছিলেন না, মূলত বাংলার ছোটলাট 'অ্যান্ড্রু ফেজার, রিজলেই ছিলেন এই পরিকল্পনার জনক। যদিও তা সত্ত্বেও কার্জন বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত দায়িত্ব কখনই অস্বীকার করতে পারেন না।

18.06.2021

Scanned by CamScanner